ইনফোডেমিক? তথ্যমারি না তথ্যের কেপমারি

জয়দীপ চন্দ

"We're not just fighting an epidemic; we're fighting an infodemic. Fake news spread faster and more easily than this virus" – Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of WHO on 15th February, 2020

অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র মহামারির বিরুদ্ধে লড়ছি নালড়ছি ই ,নফোডেমিক বা মিথ্যে সংবাদের বিরুদ্ধে। এই বক্তব্য যখনকার তখন চিনে ৬৬০০০ ও বাকি বিশ্বে ৫০৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। তারপরে সাড়ে চারমাস অতিক্রান্ত। বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যাটা ১ কোটি পেরিয়েছেপাল্লা দিয়ে বেড়েছে মিথ্যে সংবাদের , ই' রমরমা। ইনফোডেমিক হল ইংরেজিরনফরমেশন'এপিডেমিক' ও '-এর সংমিশ্রণ যার মানে হল তথ্য ও মহামারি একসঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতহারে সত্য ও মিথ্যা সংবাদ ব্যাধির মতো এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইনফোডেমিকের মাধ্যমে যেসব তথ্য দ্রুতহারে ছড়িয়ে পড়ছে সেগুলো মূলত তিন ধরনের – misinformation বা অসত্য তথ্য যা আমরা বুঝে না বুঝে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফরোয়ার্ড করি , disinformation বা ইচ্ছাকৃতভাবে বানানো তথ্য যা সাধারণত সংগঠিতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় এবং rumour বা গুজব যা অনেক সময়েই আমরা ভেবে না ভেবে এর ওর তার কাছে ছড়িয়ে দিই। প্রথম ও তৃতীয় ভাগে আমাদের দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করতে না পারলেও কারোর ক্ষতি করার জন্য আমরা এইসব মিথ্যা সংবাদ ছড়াই না। বরঞ্চ এই দুই ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা সময় কাটানোর মত করে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করি। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রেরয়েছে অত্যন ,এর পিছনে রয়েছে এক বিরাট বাণিজ্য ?্ত দক্ষ ও সংগঠিত প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের তথ্য মোড়কে এমনভাবে বাঁধা থাকেআমরা সহজেই তা ,বা যাকে বলে খাওয়ানো হয় , ,বিচার ,চেতনাকে তা সহজেই মোহগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের যুক্তি ,বিশ্বাস করে ফেলি। আমাদের চিন্তা বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রায় লোপ পায়। আমরা কথায় কথায় হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবল্স্কে দোষ দিইকিন্তু , ব্যবহারে বারংবার ,আচারে ,আমরাও যে কিছু কম যাইনা তা আমাদের এই দ্বিতীয় ধরনের তথ্যের প্রচারে প্রকাশ করে ফেলি। এই ধরনের তথ্যের কেপমারি অতি ভয়ানক। অত্যন্ত সংগঠিত ও সুদূর প্রসারিত।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪৬০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫৯অ্যাপ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াটস্ ,চিন ,এই ব্যবহারের নিরিখে প্রথম তিনটি দেশ হল ।% কোটি। ২৩ ,কোটি যার মধ্যে সবথেকে বেশি ব্যবহারকারী এই ভারতে ২০০ ব্যবহারকারীর সংখ্যা সারা বিশ্বে প্রত্যেকদিন ফেসবুক ব্যবহার করেন বিশ্বের ১৭৩ কোটি মানুষমিনিট ফেসবুক ৩৮ প্রতি মানুষ দিনে গড়ে , কোটি ভিডিও ফেসবুকে ৮০০ ,কোটি ইউটিউব ভিডিও দেখা হয় ৫০০ ব্যবহার করেন। প্রত্যেকদিন সারা বিশ্বে কোটি মানুষ ইনস্টাগ্রাম ১০০ ট্যুইট করা হয়। এছাড়া মাসে ৬০০০ মানুষ দেখেন। প্রতি সেকেন্ডেব্যবহার করেন। এছাড়াও সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন। সুতরাং এইসব মিথ্যা সংবাদইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা সংবাদ বা গুজব ছড়ানোর প্রকৃষ্ট মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া আর , মিথ্যে সংবাদের সবথেকে ব ,কিই বা হতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছেড় আঁতুরঘর ফেসবুক। আরেক ধরনের

Society Language and Culture

ইনফোডেমিকের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যা হল ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করার – মদতপুষ্ট মালিকপক্ষ বা সরকারি বিজ্ঞাপনে ,প্রবণতা। ততটুকু তথ্যই বাজারে ছাড়া হবে যতটুকু কোন সরকার সংবাদপত্র চাইছেন। (অনুপ্রাণিত বলতে পারেন) পুষ্ট ফলে গুজবের প্রবণতা বাড়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। কোন কোন তথাকথিত গণতান্ত্রিক বা মুক্তচিন্তার দেশে আবার সংবাদ মাধ্যম তথা গণমাধ্যম সরাসরিভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত। ফলে দেশের মানুষ জানেইনা প্রকৃত ঘটনা কি। আমাদের দেশে ব্রিটিশ সরকারের সময়ে লাগু হওয়া Press and Registration of Books Act, 1867 বা জরুরি অবস্থার সময়ে ১৯৭৫ সালের ২৮শে জুন প্রেসের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি বা আশির দশকে প্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা বর্তমানে কৌশল বদলে গিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিতে। অর্থাৎ যাহা রচিব তাহাই ‘ সত্য’। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা সোশ্যাল মিডিয়াকে যে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবেনা তা অর্ধসত্যজীবী বা কুৎসাজীবীরা ভালোই বোঝেন। তাই এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যপ্রনোদিত সংবাদ বা কুতথ্যের উৎপাদনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের প্রতিটি সংবাদের জন্য রয়েছে ঢালাও অর্থ। ফলশ্রুতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখে পড়ে ছবিসহ বিভিন্ন পরস্পর বিপরীতধর্মী সংবাদ যা এমন পেশাদারিত্বের মোড়কে উপস্থাপিত যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তাই জে এন ইউ কান্ডে কখনও ঐশী ঘোষের বাঁ হাতে প্লাস্টারকখন ,ও ডান হাতে প্লাস্টারনমস্তে ট্রাম্পের পরিবর্তে , চিন ভারত সীমান্ত যুদ্ধে কোন সংবাদপত্রের প্রথম পাতার সংবাদ প্রচার না করে ,তবলিগি জামাত ইস্যুর প্রচার দ্বিতীয় পাতায় একই সংবাদের শেষ অংশের প্রচার ও সঙ্গে সুকৌশলে প্রথম পাতার সংবাদপত্রের নাম ব্যবহার করা ও সেই সঙ্গে সারা দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচারইত্যাদি ঘটনা আকছারই চোখে পড়ছে। নির্বাচনের , ,কে প্রথম বা দ্বিতীয় বা কে লড়াইয়ে নেই এই সবই আজ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ,আগেই কে ক্ষমতায় আসছেন সোশ্যাল মিডিয়া তথা সংবাদপত্রগোষ্ঠীরাই ঠিক করে দিচ্ছে। তথাকথিত শাসকগোষ্ঠীর কাছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের অসহায় আত্মসমর্পণ বা সংগঠিতভাবে কুতথ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদনব্যবহারকারী হিসাবে আমাদের , আতঙ্কিত করে। তাই এই সংগঠিত কুতথ্য বা তথ্যের কেপমারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সংগঠিতভাবেই।

Society Language and Culture

কিন্তু এই লড়াইয়ের বড় অভাব।The Print পত্রিকার সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দেশের একটি রাজনৈতিক দলের ১৭০০০ হাজার ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট শুধু ভুয়ো সংবাদ ছড়ানোর কাজ করে চলেছে যেখানে অন্যতম প্রধান বিরোধী দলের রয়েছে এই সংক্রান্ত ১৪৭টি অ্যাকাউন্ট। তাই লড়াইটা অত্যন্ত অসমএবং পুরো বিষয়টা , খুবই অনৈতিক। এই কুতথ্যের চিত্রনাট্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত দক্ষ লোকেরঅত্যন্ত , পেশাদারিত্বের। আর প্রয়োজন সুস্পষ্ট নীতির ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার। কিন্তু দেখা যায় অনেক জায়গাতেই পদাধিকারী ব্যক্তিরাইপদে আসীন হওয়ার কারণে এই লড়াইয়ে সামনের সারিতে ,যথাযথ দক্ষতা না থাকলেও , রয়েছেন। বুঝতে হবে যে এই লড়াইয়ে পদ নয়দক্ষতা ও পেশাদারিত্বই একমাত্র মাপকাঠি। ,বশংবদতা নয় ,

না বুঝলে প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ,বুঝতে পারলে ভাল

সব মিলিয়েই ইনফোডেমিক আজ সারা বিশ্বের কাছে খুব বিপদ্জনক একটি বিষয় যার থেকে মানুষের যুক্তিবাদমুক্ ,বিচারবুদ্ধি ,তচিন্তাকে বের করে আনতেই হবে এবং যা করতে হবে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে।

একার লড়াইয়ে এই যুদ্ধ জেতা যাবেনা। আর এই যুদ্ধ আমাদেরকে জিততেই হবেনা হলে অন্ধকার গ্রাস করবে এই পৃথিবীকে। তাই শুভবুদ্ধির এই লড়াইয়ে সাধ্যমতো সবাইকে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

Society Language and Culture